بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১লা নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় বনু কুরায়যার যুদ্ধাভিযানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের সংখ্যা সম্পর্কিত মতভেদ এবং এ ঘটনায় মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপিত ঘৃণ্য আপত্তির খণ্ডন সবিস্তারে তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বনু কুরায়যার যুদ্ধাভিযানের আরও বিবরণ হলো, এ যুদ্ধাভিযানে দুজন মুসলমান **হযরত খাল্লাদ বিন সুয়ায়েদ (রা.) এবং হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.)** শাহাদত বরণ করেন। বনু কুরায়যার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ইহুদীদের সংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে ৬০০-৯০০ পর্যন্ত সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বিভিন্ন রেওয়ায়েত পর্যালোচনা করে বলেন, সেদিন তওরাতের বিধানের আলোকে ৪০০ ইহুদীকে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হত্যা করা হয়েছিল এবং মহানবী (সা.) কয়েকজন সাহাবীকে তাদের দাফনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।

হুযূর (আই.) বলেন, বর্তমান সময়ের **এক আহমদী আলেম সৈয়দ বরকত সাহেব** গবেষণা করে তার এক পুস্তকে লিখেছেন, চোখ বন্ধ করে সকল রেওয়ায়েতকে সঠিক বলে ধরে নেওয়া বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। ৬০০ থেকে ৯০০জন সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে তাদের স্ত্রী-সন্তানাদি মিলে তাদের সর্বমোট সংখ্যা আনুমানিক পাঁচ-ছয় হাজারের কম হবে না। তাদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া, মাত্র দুটি বাড়িতে আবাসনের ব্যবস্থা করা, তাদের পানাহারের ব্যবস্থা করা, এত অধিক সংখ্যক লোককে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া, তাদের মাঝে কারও পালানোর চেষ্টা না করা এবং রাতারাতি ছয়শ লোককে দাফনের জন্য গর্ত খোঁড়া, তাদের সবাইকে হযরত আলী ও হযরত যুবায়ের (রা.)-র হত্যা করা এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফে নিহতদের সংখ্যা বর্ণনা না করা— এসব বিষয় থেকে অনুধাবন করা যায়, এ সম্পর্কিত বিভিন্ন রেওয়ায়েত নতুনভাবে পর্যালোচনা করে দেখা উচিত যে, এতে আবার অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেওয়া হয় নি তো? বুখারীতে **মুকাতালা** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ হযরত সা'দ (রা.) সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন যে, যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে। সাধারণ ঐতিহাসিক বা জীবনীকাররা এ শব্দটির ব্যাখ্যা করে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অর্থ করেছেন, কিন্তু যারা এ সংখ্যাটি স্বল্প মনে করেছেন তারা **মুকাতালা** শব্দের অর্থকে সীমিত জ্ঞান করে এর মাধ্যমে কেবলমাত্র এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের বুঝিয়েছেন আর তাদের গবেষণা অনুযায়ী এ সংখ্যাটি বিশের অধিক নয় আর এ সংখ্যাটি আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য বলেও মনে হয়। হুযূর (আই.) বলেন, তার অনেক যুক্তি গ্রহণযোগ্য এবং সেগুলোকে গবেষণার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) অমুসলিম ঐতিহাসিকদের আপত্তির উত্তরে বলেন, বনু কুরায়যার শাস্তি প্রদানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কতিপয় সমালোচক অসংলগ্নভাবে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঘৃণ্য আপত্তি উত্থাপন করেছে এবং কমবেশি চারশ ইহুদীকে হত্যার কারণে তাঁকে (সা.) অত্যাচারী ও খুনি নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এ আপত্তি নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণেই করা হয়েছে আর এর ফলে অনেক মুসলমানও প্রভাবিত হয়েছে। এর উত্তরে **প্রথমত** স্মরণ রাখা উচিত, বনু কুরায়যার বিরুদ্ধে প্রদত্ত যে সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপত্তি করা হয় সে সিদ্ধান্ত তো হযরত **সা'দ বিন মুআয** (রা.) দিয়েছিলেন। আর এটি যেহেতু

মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্তই ছিল না তাই তাঁর প্রতি কীভাবে অপবাদ আরোপ করা যেতে পারে? **দ্বিতীয়ত,** এ সিদ্ধান্ত তৎকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কোনোভাবেই ভুল এবং নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত ছিল না। **তৃতীয়ত,** সেই অঙ্গীকার যা হযরত সা'দ (রা.) সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে তাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন যার ফলশ্রুতিতে মহানবী (সা.)ও এ সিদ্ধান্ত কার্যকরের ক্ষেত্রে অপরাগ ছিলেন। **চতুর্থত,** যেহেতু অপরাধীরা নিজেরাই এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে এবং এর বিপরীতে কোনো আপত্তি করে নি আর হুয়ী বিন আখতাবকে হত্যার সময় সে এটিকে ঐশী তকদীর আখ্যা দিয়েছে, তাই এমতাবস্থায় মহানবী (সা.)-এর আগ বাড়িয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। হ্যাঁ! হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-র সিদ্ধান্তের পর তিনি (সা.) রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার অধীনে এ সিদ্ধান্তকে এমনভাবে কার্যকর করেছিলেন যেখানেও তাঁর (সা.) দয়া ও করুণার উত্তম দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর সামনে দয়ার আবেদন করা হয়েছে তিনি (সা.) তাকে দ্রুত ক্ষমা করে দিয়েছেন। কেবলমাত্র তাকেই প্রাণে ক্ষমা করে দেন নি, বরং তার স্ত্রী সন্তানদেরও তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এক অপরাধীর প্রতি এর চেয়ে বেশি দয়া ও করুণার আচরণ আর কী হতে পারে? অতএব এ বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না। বরং প্রকৃত অর্থে এ ঘটনা তাঁর (সা.) উন্নত চরিত্র, উত্তম ব্যবস্থাপনা এবং প্রকৃতিগত দয়া ও করুণার এক অনন্য দৃষ্টান্ত ছিল।

বাকি রইল, মূল সিদ্ধান্তের বিষয়টি। এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সাথে প্রদান করা হয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) সে সময় মদীনায় বসবাসকারী ইহুদীদের তিনটি গোত্র— **বনু কায়নোকা, বনু নযীর এবং বনু কুরায়যার** সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন যার ভিত্তিতে সকল পক্ষ শান্তি ও নিরাপদে মদীনায় বসবাস করবে, পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে, কেউ কারও শত্রুপক্ষকে সাহায্য করবে না, যদি বাইরের কোনো শত্রুর পক্ষ থেকে মদীনায় কারও ওপর আক্রমণ করা হয় তাহলে তারা সম্মিলিতভাবে শত্রুদলকে প্রতিহত করবে। যদি চুক্তিবদ্ধ কোনো ব্যক্তি বা গোত্র চুক্তিভঙ্গ করে অথবা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির কারণ হয় তাহলে প্রথম পক্ষ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রাখবে। যে কোনো ঝগড়াবিবাদ ও মতানৈক্য হলে তা মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে উপস্থাপিত হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সবাইকে মানতে হবে; তবে আবশ্যকীয় বিষয় হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোত্রের বিষয়ে তার নিজস্ব ধর্ম ও শরীয়ত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

এই চুক্তির পর সর্বপ্রথম **বনু কায়নোকা** বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এরপর মুসলমানদের কাছে পরাস্ত হলে মহানবী (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং কেবল সতর্কতামূলকভাবে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তা হলো, তারা মদীনা থেকে দেশান্তরিত হয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে, যেন শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হয় এবং মুসলমানরা তাদের দুষ্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকে। এরপর **বনু নযীরও** বিশ্বাসঘাতকতা করে। সর্বপ্রথম তাদের নেতা কা'ব বিন আশরাফ চুক্তিভঙ্গ করে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দূরভিসন্ধি করতে থাকে এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এ সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) যখন তার শাস্তির ব্যবস্থা করেন তখন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং বনু কুরায়যাও তাদেরকে সহযোগিতা করে। বনু নযীরও এক্ষেত্রে পরাস্ত হয় এবং মহানবী (সা.) তাদেরকেও নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেন এবং নিরাপদে দেশান্তরিত হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন, এমনকি তাদেরকে নিজেদের অস্ত্র সাথে নিয়ে যাওয়ারও অনুমতি প্রদান করেন।

কিন্তু বনু নযীর মদীনার বাইরে গিয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রকে সাথে নিয়ে বিশাল এক সেনাবাহিনী গঠন করে সম্মিলিতভাবে মদীনায় আক্রমণ করে এবং এ শপথ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম নির্মূল না হবে ততক্ষণ আমরা ফেরত যাব না। ঠিক এ সময় **বনু কুরায়যা** বনু নযীরের উস্কানীতে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মুসলমান নারী ও শিশুদের ওপর পেছন থেকে আক্রমণে উদ্যত হয়। অতএব বনু কুরায়যার অপরাধ শুধুমাত্র চুক্তিভঙ্গ বা শত্রুতাই ছিল না, বরং তারা বিদ্রোহী ছিল। অতএব এ অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে যে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল তা ছাড়া আর কী শাস্তি প্রদান করা যেত? এ ক্ষেত্রে বাহ্যত তিনটি শাস্তি প্রদান করা যেতে পারত। **হয়** মদীনায় তাদেরকে বন্দি করে রাখা যেত **নতুবা** দেশান্তরিত করা যেত **অথবা** তাদেরকে হত্যা করতে হতো! কিন্তু প্রথম দুটি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মন্দ পরিণাম সৃষ্টি হতে পারত এবং মুসলমানদের জন্য তা আরও বিপজ্জনক সাব্যস্ত হতে পারত। কেননা **প্রথমত**, সে যুগের প্রেক্ষাপটে শত্রুদলকে নিজ শহরের অভ্যন্তরে রাখা সম্ভব ছিল না। **দ্বিতীয়ত**, ইহুদীদেরকে দেশান্তরিত হওয়ার অনুমতি প্রদান করলে তা বাইরে শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করার নামান্তর ছিল এবং মুসলমানদের জন্য ভয়ংকর পরিণাম বয়ে আনতে পারত। যেমন, বনু নযীর দেশান্তরিত হওয়ার পর গোটা আরবের শত্রুদেরকে একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করেছে। তাই এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে হযরত সা'দ (রা.) যথার্থ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ মিস্টার মারগোলিসের মতো সমালোচকও এটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, পরিস্থিতি বিবেচনায় সা'দ (রা.)-র উক্ত সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল, এ ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না।

অধিকন্তু মহানবী (সা.) এবং ইহুদীদের মাঝে পারস্পরিক চুক্তির সময় একটি ধারা এটিও ছিল যে, তাদের বিষয়ে তাদেরই ধর্ম বা শরীয়ত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে। তওরাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, বনু কুরায়যা যে ধরনের বিশ্বাসঘাত, বিদ্রোহ ও চুক্তিভঙ্গ করেছে সেসব অপরাধের শাস্তি তাতে হুবহু তা—ই লিপিবদ্ধ রয়েছে যা সা'দ বিন মুআয (রা.) প্রদান করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ হুযূর (আই.) এ সম্পর্কিত বাইবেলের বিভিন্ন উদ্ধৃতিও উপস্থাপন করেন। কাজেই সারকথা হলো, হযরত **সা'দ (রা.)-র প্রদত্ত সিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে কঠিন বলে মনে হলেও তা ন্যায়বিরুদ্ধ ছিল না আর এ সিদ্ধান্ত ইহুদীদের শরীয়ত অনুযায়ীই প্রদান করা হয়েছিল।**

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, এটি হলো সেসব লোকের আপত্তির উত্তর যারা আজও ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তি করে থাকে এবং যার ফলে আমাদের কিছু লোকও এ কথা বলে বসে যে, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াও বৈধ। অথচ তৎকালীন পরিস্থিতির সাথে বর্তমান পরিস্থিতির কোনো সাদৃশ্য নেই। তবে, এ সবকিছুই আজ মুসলমানদের কারণে হচ্ছে যারা নিজেদের স্বার্থে ইসলামের সুনাম নষ্ট করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি দিন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)